দৈনিক ইত্তেফাক

১৫৪

তারিখ 17 NOV 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

ভার্সিটি শিক্ষকদের সমাবেশ, মিছিল

এ মাসেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বন্ধ করুন, অন্যথায় আন্দোলন

২৫

।। ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। গতকার (শনিবার) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আয়োজিত সন্ত্রাস বিরোধী সমাবেশে ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন হইতে সন্ত্রাস নির্মূলের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানাইয়া বলা হইয়াছে, 'অন্যথায় ফেডারেশন বৃহত্তর আন্দোলন গড়িয়া তুলিবে'। ফেডারেশনের সভাপতি প্রফেসর এনামুল হক খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর জসীম-উজ-জামান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সদস্য প্রফেসর শাহ মোহাম্মদ ফারুক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ ইয়ারহিয়া রহমান এবং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর মাহফুজুর রহমান বক্তৃতা করেন। সমাবেশে রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হাজার শিক্ষক/শিক্ষিকার মধ্যে অনূর্ধ্ব একশত জন সমাবেশে অংশ নেন। প্রফেসর এনামুল হক খান (১১শ পৃঃ দ্রঃ)

ভার্সিটি শিক্ষক

(১ম পৃঃ পর)

পঠিত সমাবেশের ঘোষণায় বলা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে দেশব্যাপী শিক্ষাঙ্গনসমূহে যে হারে অস্ত্রের মহড়া চলিতেছে, তাহাতে শিক্ষা ব্যবস্থা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। সন্ত্রাসী তৎপরতার কারণে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগিতেছেন। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন ও শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশঃ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হইয়া পড়িয়াছে। কতিপয় রাজনৈতিক দল এবং তাহাদের সমর্থিত ছাত্র সংগঠনগুলি ইতিমধ্যে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে সুনির্দিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশের বৃহৎ রাজনৈতিক দলসমূহ এবং তাহাদের সমর্থিত ছাত্র সংগঠনগুলি এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে দায়িত্বশীলতা ও যথার্থ আন্তরিকতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয় নাই। ঘোষণায় বলা হয়, সন্ত্রাস নির্মূল করিয়া শিক্ষাঙ্গনসহ দেশব্যাপী শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রধানতঃ সরকারের। কিন্তু বিগত দিনগুলিতে সন্ত্রাস দমনে সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। সন্ত্রাস দমনের জন্য সরকার পুলিশ প্রেরণ করিলেও সন্ত্রাসীদের প্রতি তাহাদের নিষ্ক্রিয় মনোভাব রহস্যজনক। পুলিশকে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় সরকারী অনুমতি দেওয়া হয় না, এই অভিযোগ পুলিশ কর্তৃপক্ষের রহিয়াছে বলিয়া শোনা যায়। কোন কোন মহল হইতে অভিযোগ উত্থাপিত হইতেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ৭৩ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিরাজমান অস্থিরতা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য প্রধানতঃ দায়ী। আমরা দৃঢ়ভাবে এই অভিযোগের সহিত দ্বিমত পোষণ করি। কারণ যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৩'-এর অধ্যাদেশ নাই, এমনকি স্কুল-কলেজগুলিতেও সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিতেছে। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩ এর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ মানিয়া নেওয়া যায় না। ঘোষণায়, সন্ত্রাসী ব্যক্তিকে কোন রাজনৈতিক দলে আশ্রয় না দেওয়া এবং কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী বা নেতা সন্ত্রাসী কার্যকলাপে চিহ্নিত হইলে তাৎক্ষণিকভাবে তাহাকে নিজ দল হইতে বর্জন/বহিষ্কার করার আহ্বান জানান হয়।

সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী বলেন, শিক্ষাঙ্গন সমূহে আধিপত্য বিস্তারের আশায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন সন্ত্রাস করিতেছে। তিনি বলেন, আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করাইতে চাই। কাজেই অবিলম্বে ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করুন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর জসীমউদ্দীন বলেন, সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে সরকার যত খুশী আলোচনা করুক, আমাদের আপত্তি নাই। তবে আমাদের দাবী আজকের সন্ত্রাস আজকেই বন্ধ করিতে হইবে।

সমাবেশের পূর্বে বুয়েট ক্যাম্পাস হইতে শিক্ষকদের একটি মৌন মিছিল বাহির হয়। মিছিলটি পলাশী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশের আয়োজন করে। মিছিলে শিক্ষকবৃন্দ সন্ত্রাস বিরোধী বিভিন্ন প্লাকার্ড বহন করেন।